বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
০৫ জুন ২০১৫

বাণী

আমি জেনে অত্যন্ত আনন্দিত যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫' পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি কর্তৃক নির্ধারিত এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য: 'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.' এর প্রতিপাদ্যের ভাবার্থ: শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব'। অগণিত মানুষের অনেক স্বপ্ন পূরণের জন্য রয়েছে একটি মাত্র পৃথিবী। তাই এ পৃথিবীকে লালন করতে হবে অনেক যত্নে। নির্বিচারে প্রকৃতির সম্পদ ভান্ডার নিঃশেষ করে ফেলা যাবে না।

প্রাকৃতিক সম্পদ ও সহনক্ষমতার সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষাপটে পৃথিবীতে বসবাসরত ৭০০ কোটি জনের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণ এবং বহুমাত্রিক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণ পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জস্বরূপ। পৃথিবীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা এখন সংকটের মুখোমুখি। প্রকৃতির উপর কৃত্রিম উপকরণ ও অনুপযোগী প্রযুক্তির অত্যাধিক প্রয়োগ, বিজ্ঞানের অপব্যবহার, অপরিণামদর্শী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের ফলে পৃথিবী ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। এখন সময় এসেছে লাগাম টেনে ধরার।

পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। সরকার প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নের জন্য অগ্রসর কর্মকৌশল অনুসরণ করছে। সরকারের সকল কর্মপ্রয়াসে সাশ্রয়ের নীতি প্রতিফলিত হচ্ছে। সম্পদের ভোগ ও উপভোগ যাতে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং প্রকৃতিকে বিরূপ করে না তুলে সে জন্য পৃথিবীর সচেতন জনগোষ্ঠী ও সরকারসমূহ যে যুথবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করছে বাংলাদেশ সে উদ্যোগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে এ পরিবর্তনের অভিঘাত পরিহার, অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য বাংলাদেশ পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা।

পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের অভিযাত্রায় দেশের সাধারণ মানুষের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এজন্য জনমানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ যেমন জাগিয়ে তুলতে হবে, তেমনি আইনের পরিপালনও নিশ্চিত করতে হবে।

পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় অসামান্য প্রচেষ্টায় যাঁরা সমবেত, আমি তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন জানাই। আমি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫' এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মোঃ আবদুল হামিদ)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
০৫ জুন ২০১৫

বাণী

জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ৫ জুন ২০১৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পৃথিবীতে এখন সাত'শ কোটি মানুষের বাস। সীমিত সম্পদ ব্যবহার করেই পৃথিবীবাসী তাদের প্রয়োজনে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন করে যাচ্ছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কলা কৌশল উদ্ভাবন হচ্ছে। জনসংখ্যার আধিক্য, প্রকৃতি ও প্রযুক্তির সংঘাতে ঝুঁকিসংকুল হয়ে উঠছে পরিবেশ ও প্রতিবেশ। মানুষের অপরিণামদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা, পৃথিবীর জলভাগের উচ্চতা, বদলে যাচ্ছে জলবায়ুর গতিপ্রকৃতি। ব্যাহত হচ্ছে টেকসই উন্নয়নের অভিলক্ষ্য। তাই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.' অর্থাৎ 'শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

বাংলাদেশ উন্নয়নের এক অনন্য পরিক্রমা অনুসরণ করছে। রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা নতুন প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যত বিনির্মাণের লক্ষ্যে পরিবেশ অনুকূল উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করাই আমাদের লক্ষ্য। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আমরা 'Bangladesh Climate Change Resilience Fund' গঠন করেছি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের বিপন্নতার কথা তুলে ধরেছি। নৈসর্গিক পরিবর্তন রোধ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছি।

আমি আশা করি, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে জনসম্পৃক্ততা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সরকারের পাশাপাশি আমি প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষায় বিশ্বসম্প্রদায়সহ সকল মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

পরিবেশ সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা - বর্তমান সময়ের একটি অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ

মানবজাতির সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে মূলতঃ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিবেচনাপ্রসূত ও পরিমিত ব্যবহার এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনার উপর। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যদ্রব্যসহ অন্যসব চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার বেড়েছে অনেকগুন। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির (ইউনেপ) এক তথ্যে দেখা যায়, ১৯০০ সালে যেখানে প্রায় ৭ বিলিয়ন টন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে ২০০৯ সালে ৬৮ বিলিয়ন টন ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমান ধারায় জনসংখ্যা ও ভোক্তা মধ্যবিত্তের সংখ্যা যে হারে দ্রুত বাড়ছে, তাতে ২০৫০ সাল নাগাদ ১৪০ বিলিয়ন টন সম্পদ আহরণ করার প্রয়োজন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এটা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্যপূর্ণ প্রাপ্যতা এবং অতিমাত্রায় সম্পদ আহরণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমন করার স্বাভাবিক ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবে। মানুষের এই অপরিনামদর্শী ভোগ বিলাসিতাপূর্ণ জীবনযাপনের সাথে যুক্ত হয়েছে অত্যন্ত অদক্ষ ও অপচয়মূলকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও নির্বিচার ব্যবহার। এছাড়া, অপরিকল্পিত নগরায়ন, শিল্পায়ন ও অদক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনাসৃষ্ট পরিবেশ দূষণের কারণেও পরিবেশগত মানের ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। গত ৫০ বছরকে মানুষ কর্তৃক অপরিমিত ও যথেচ্ছ প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহারের Great Acceleration Period ধরা হয় এবং এই সময়েই পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার মারত্মাক অবনমন ঘটেছে। এ প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) কর্তৃক এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের (৫ জুন ২০১৫) প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- 'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care' (যার বাংলায় ভাবানুবাদঃ **শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব**), অত্যন্ত সময়োপযোগি ও বাস্তবানুগ হয়েছে। মূলতঃ বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহারের বিষয়ে সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়ে থাকে। প্রতিবারের মতো এ বছরও বাংলাদেশে বিশ্ব পরিবেশ দিবস যথাযথ গুরুত্বের সাথে জাতীয় পর্যায়ে পালন করা হচ্ছে।

জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO)-এর হিসাব মতে, যেখানে ৫ বছরের নীচে প্রতিদিন ২০ হাজারের বেশী শিশু ক্ষুধা ও পুষ্টিহীনতার কারণে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রতিদিন ৭ জনের মধ্যে ১ জন লোক অভুক্ত অবস্থায় নিদ্রা যাপন করে, সেখানে প্রতি বছর পৃথিবীর উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ (১৩০ কোটি টন) অপচয় হয়। খাদ্য অপচয়ের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয় ২৫ শতাংশ বাসযোগ্য ভূমি ও ৭০ শতাংশ স্বাদু পানি। খাদ্য উৎপাদনের কারণেই উজাড় হয় ৮০ শতাংশ বনভূমি। গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণের ৩০ শতাংশের কারণ এই খাদ্য উৎপাদন। খাদ্য অপচয় না হলে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আমাদের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ- ভূমি, পানি, জ্বালানী এবং শ্রম ও অর্থের অনাবশ্যক ব্যবহারের প্রয়োজন হতো না এবং গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে বিশ্ব উষ্ণায়নজনিত জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত তীব্রতর হতো না। বর্তমানে ১ কেজি ধান উৎপাদন করতে ৩৫০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। অথচ পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি করা গেলে কৃষি ক্ষেত্রে প্রায় ৫০%, শিল্প ক্ষেত্রে প্রায় ৯০% এবং গৃহস্থালি ক্ষেত্রে প্রায় ৪০% পানির সাশ্রয় করা সম্ভব।

বিশ্বব্যাপি অস্থায়ীত্বশীল ও অপচয়মূলক ভোগ এবং উৎপাদনব্যবস্থার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ (তথ্য সূত্র-জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি)ঃ

- ২০০০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ধাতব পদার্থের মূল্য বেড়েছে ১৭৬% এবং আগামী ৫০ বছরে অত্যন্ত জরুরী বেশ কিছু ধাতব পদার্থের স্বল্পতা মারাত্মক আকার ধারণ করবে।
- ২০০০ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বেড়েছে ২২.৪%, যেখানে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বেড়েছিল মাত্র ৭.৭%।
- ২০% এর অধিক চাষযোগ্য জমি, ৩০% বনভূমি এবং ১০% চারণভূমি হারিয়ে গেছে বা মারাত্মক অবক্ষয়ের মুখে পড়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন, ভূমির অবক্ষয়, ফসলের জমি হ্রাস, সুপেয় পানির দুষ্প্রাপ্যতা, রোগ বালাই ইত্যাদির কারণে ২০৫০ সাল নাগাদ ২৫% পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার আশংকা করা হচ্ছে।

পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশঃ

বাংলাদেশের মতো বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ দেশে জনজীবনের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা- খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, যোগাযোগসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ তথা উন্নয়নের গতিধারার প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত ভূমি, পানিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মাত্রারিতিক্ত চাপ পড়ছে। বন-বৃক্ষাদি নিধন, পাহাড় কর্তন, জলাভূমি ভরাট, নদীর নাব্যতা হ্রাস, কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার, মৃত্তিকার উর্বরতা শক্তি ক্ষয়, ভূ-গর্ভস্থ জলস্তরের অবনমন, যত্র-তত্র বর্জ্য ফেলা এবং সর্বোপরি অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়নের কারণে বাংলাদেশের প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্য ক্রমাগত বিপন্ন হচ্ছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম এবং ভবিষ্যতে এ ঝুঁকি অর্থাৎ বন্যা, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা, নদীভাঙ্গন ও খরা আরো তীব্র ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার পরিবেশ সংরক্ষণকে অধিক গুরুত্ব প্রদানপূর্বক সংবিধানে পরিবেশ বিষয়ে একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে সুস্থ পরিবেশকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সংবিধানে সংযোজিত ১৮(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, "রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্য প্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করিবেন।" বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিতকরণ ও টেকসই উপায়ে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার অবক্ষয় না ঘটিয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে বদ্ধপরিকর। এজন্য বর্তমান সরকার পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ননীতির ওপর ভিত্তি করে ভিশন ২০২১ (২০১০-২০২১) ও ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) প্রণয়ন করেছে। বিগত বছরগুলোতে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ, টেকসই বনসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ সার্বিক টেকসই উন্নয়নে সহায়তার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন ও জারি করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা-কে অধিকতর কার্যকর ও শক্তিশালীকরণে কাজ করছে। এর মধ্যে রয়েছে ২৩টির অধিক আইন সংস্কার এবং এ সকল আইনের অধীনে বিধিমালা প্রণয়ন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন। পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির অংশ হিসেবে রয়েছে - বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সেক্টরে জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা ও নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, উপকূলীয় এলাকা ও ক্ষতিগ্রস্ত বনাঞ্চলে ব্যাপক বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ, পরিবহনে তুলনামূলক কম দূষণকারী জ্বালানির ব্যবহার ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রচেষ্টা, শিল্পকারখানায় জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় যথাসম্ভব কম রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার, ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, সরকার সৌর জ্বালানীর বাণিজ্যিক উৎপাদনের উপর থেকে আয়কর মওকুফ করেছে।

আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও সরকারের সাফল্য দৃশ্যমান। Polluters Pay Principle কৌশলের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সর্বশেষ সংশোধিত ২০১০) এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জুলাই ২০১০ সাল হতে জলাশয় ভরাট, পাহাড়/টিলা ধ্বংস, কৃষি জমির ক্ষতি, নদীর পানি দূষণসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষয়-ক্ষতির জন্য দূষণকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের অধীন পরিবেশ অধিদপ্তর মে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১৯৬৫টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রায় ১২৫.৩ কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। এ কৌশল দূষণকারীকে দূষণ নিয়ন্ত্রণে যেমন বাধ্য করে তেমনি সরকারকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তাও প্রদান করে। শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা এবং বর্জ্যের শূন্য নির্গমন (Zero Discharge) প্রযুক্তি ও পদ্ধতি প্রচলনে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুষ্ঠু ও দ্রুত পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন গ্রহণ ও নিস্পত্তির জন্য অনলাইনে ছাড়পত্র প্রদান পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এছাড়া, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, সংস্থাসহ অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা, আইন ও বিধিমালাসহ সার্বিক কার্যক্রমে যাতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, মতামত, নির্দেশনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করে আসছে। অন্যদিকে, সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, **"জাতীয় পরিবেশ পদক"** প্রদান করা হচ্ছে।

২০২১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের পরিবেশবান্ধব নীতি ও কর্মকৌশলের অংশ হিসেবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে পরিবেশ অধিদপ্তর বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সকল সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম/প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

ক) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম-

- জ্বালানী সাশ্রয়ী পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
- ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরে বায়ুরমান সার্বক্ষনিক পরিবীক্ষণের জন্য Continuous Air Monitoring Station (CAMS)-এর মাধ্যমে বায়ুদূষণের উপাদানসমূহের (বস্তুকণা, ওজোন, সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ইত্যাদি) পরিমাণ নির্ণয় ও বিশ্লেষণ;
- দেশে কম সালফারযুক্ত ডিজেল ও কম নিঃসরণ মাত্রার যানবাহনের বিষয়ে রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- দেশে জ্বালানী সাশ্রয়ী ও উন্নত মানের চুলার (বন্ধু চুলা) ব্যাপক প্রচলন ও বিপণন (ইতোমধ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ৫ লক্ষের অধিক বন্ধু চুলা বিপণন করা হয়েছে)।

খ) পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যক্রম-

- উপকূলীয় ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে ঘোষিত প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে কক্সবাজার-টেকনাফ পেনিনসুলা, সোনাদিয়া দ্বীপ ও হাকালুকি হাওরের প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় 'কমিউনিটি বেইজড্ এডাপটেশন ইন দ্য ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়াজ থ্রু বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন এন্ড সোসাল প্রটেক্শন' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকায় কো-ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইকোসিস্টেম এন্ড লাইভলিহুডস (ক্রেল) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বরেন্দ্র ও হাকালুকি হাওর এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলায় প্রতিবেশ ব্যবস্থাভিত্তিক অভিযোজন (ইকোসিস্টেম বেইজড্ এডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ) কার্যক্রম বিষয়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ;
- জীববৈচিত্র্য সনদের আওতায় গৃহীত কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১১-২০২০ এর সাথে বাংলাদেশের জাতীয় জীববৈচিত্র্য কর্মকৌশল-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হালনাগাদ করে প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- সিলেট জেলার জাফলং-ডাউকি ও পিয়াইন নদীর মধ্যবর্তী খাসিয়া পুঞ্জিসহ মোট ১৪.৯৩ বর্গকিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সঙ্কটাপন্ন এলাকা ঘোষণা এবং এতদসংক্রান্ত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা বাস্তবায়ন;
- জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশনের আওতায় বিস্তারিত তৃতীয় ন্যাশনাল কমিউনিকেশন প্রণয়নের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরূপণ, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে জলবায়ু পরিবর্তনকে অঙ্গীভূত করার বিষয়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ, জাতীয় ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব কম নিঃসরণযোগ্য উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন, দেশের সামগ্রিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ নির্ণয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ;
- জাতিসংঘ মরুময়তা কনভেনশনের আওতায় ধারাবাহিক জাতীয় প্রতিবেদন প্রণয়নের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খরা, মরুময়তা ও ভূমির অবক্ষয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;
- মন্ট্রিল প্রটোকলের শর্তানুযায়ী বাংলাদেশে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী সিএফসি-এর ব্যবহার পর্যায়ক্রমিক নিয়ন্ত্রণ করে ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা এবং বর্তমানে প্রটোকল অনুযায়ী এইচসিএফসিসহ অন্য ওজোন ক্ষয়কারী দ্রব্যসমূহের ফেজ আউটের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

গ) পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম-

- বাংলাদেশের শহরগুলোর (সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা) কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কম্পোষ্ট সার তৈরীর জন্য Programmatic CDM Project using Municipal Organic Waste of 64 Districts of Bangladesh শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত থ্রি-আর (Reduce, Reuse, Recycle) কৌশলের আলোকে ঢাকা শহরের গুলশান, বারিধারা ও ধানমন্ডি এলাকা এবং চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ ও খুলশি এলাকায় বর্জ্য হ্রাস, পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়ন বিষয়ক পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন;
- জলাবদ্ধতা নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় পলিথিনজাত মোড়ক বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

ঘ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার প্রধান কয়েকটি হলো-

- ২০১৮ সালের মধ্যে প্রযোজ্য সকল শিল্পে ইটিপি স্থাপন ও পরিচালনা নিশ্চিত করা;
- সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল বিভাগ ও জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অফিস স্থাপন ও জনবল বৃদ্ধি;
- ২০১৬ সালের মধ্যে দূষণকারী ইটভাটাগুলোকে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনায় আনয়ন;
- শতভাগ শিল্প-কলকারখানাকে পরিবেশ আইন পরিপালনের আওতায় আনা এবং Zero Discharge এর লক্ষ্য অর্জন করা;
- ঘোষিত সকল প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কার্যকর ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা;
- স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- উন্নয়নের সকল খাতে পরিবেশকে মূলধারায় আনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত করা;
- জনমানুষের সচেতনতা, মিডিয়ার পরিবেশ সহায়ক ভূমিকা কাজে লাগিয়ে সবাইকে পরিবেশবান্ধব কাজে সম্পৃক্ত করা;
- পরিবেশ দূষণের পরিণাম যেমন স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যু, প্রতিবেশের উৎপাদনশীলতা হ্রাস, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে সর্বস্তরের জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

উপসংহার

মাটি, পানি, বায়ু ও শক্তির নির্বিচারি ব্যবহারের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা যেভাবে বিপন্ন হচ্ছে সেখানে সরকারসহ সুশীল সমাজ, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন এবং প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে মানব সত্ত্বা ও পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিত করে বর্তমান ও ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য একটি সুন্দর ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ার প্রচেষ্টার জন্য আমরা সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

মোঃ রইছউল আলম মন্ডল
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

মন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
০৫ জুন ২০১৫

বাণী

বিশ্বব্যাপী ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দিবসটি পালন করছে। পরিবেশ ও প্রতিবেশের সুরক্ষার জন্য পৃথিবীব্যাপী যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও এর স্পন্দন ছড়িয়ে পড়েছে।

এ বছর পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে: 'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care'-এ প্রতিপাদ্যের ভাবার্থ করা হয়েছে: শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৭০০ কোটি। ২০৫০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৯৬০ কোটিতে। একটি মাত্র ধরিত্রীকেই এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ সকল নৈমিত্তিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই নানাবিধ নেতিবাচক চাপের সম্মুখীন। আমরা যদি আমাদের বর্তমান উৎপাদন পদ্ধতি ও ভোগবাদী জীবনপ্রণালী অব্যাহত রাখি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের চাহিদা পূরণে পৃথিবীর অনুরূপ ৩টি গ্রহ প্রয়োজন হবে। এ প্রেক্ষাপটেই এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের মানুষ দারিদ্র বিমোচনের জন্য যে বিভিন্নমুখী কর্মপ্রয়াসে নিয়োজিত এর পরিবেশগত ফলাফল কী হবে তা নিয়ে গভীরমূলীয় ভাবনার অবকাশ থাকলেও এ নিয়ে যথেষ্ট চর্চা হয়নি। ফলে শিল্প ও কৃষিতে অগ্রগতি হলেও সকল ক্ষেত্রে পানি বায়ু ও মাটির দূষণ পরিহার করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে এখন সরকার পরিবেশগত বিবেচনাকে সামনে রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছে।

বর্তমানে সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য এ নিয়ে আলোচনা ও গবেষণাকে যেমন উৎসাহিত করছে, তেমনি একটি কর্মকৌশলের আলোকে অভিঘাতের প্রশমন ও অভিযোজনের লক্ষ্যে নিজস্ব অর্থায়নে সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ পৃথিবীব্যাপী দূষণবিরোধী উদ্যোগ এবং ক্ষতিপূরণের আন্দোলনেও সোচ্চার ভূমিকা রাখছে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি এবং প্রত্যাশা করছি, বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্যকে বিবেচনায় রেখে সকল নাগরিক সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারে আরো যত্নবান হবেন।

(আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, এমপি)

উপমন্ত্রী
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
০৫ জুন ২০১৫

বাণী

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ৫ জুন ২০১৫ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ দিবসের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য: 'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care.' এ প্রতিপাদ্যটির অনূদিত ভাব: 'শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব'। পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষের অপরিমেয় সাধ পূরণে এর প্রাকৃতিক সম্পদ ও সহনক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মানুষকে মিতাচারী হতে হবে। এ বিষয়টিই এ বছরের পরিবেশ দিবসের সকল ভাবনার উপজীব্য।

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭০০ কোটি। জাতিসংঘের তথ্য মতে ২০৫০ সাল নাগাদ পৃথিবীর জনসংখ্যা ৯৬০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য মৌলিক চাহিদার যোগান দিতে গিয়ে আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ উজাড় করে ফেলছি। এভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা ও জীববৈচিত্র্যসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্রমাগত সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে। পরিলক্ষিত হচ্ছে তাপমাত্রার ব্যাপক পরিবর্তন, আবহাওয়ার চরম অবস্থা, অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের নানাবিধ প্রভাব।

২০০০ সনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রসমূহ একই উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মিলিতভাবে কাজ করার ইচ্ছা পুনর্ব্যক্ত করেছিল। এ লক্ষ্যে প্রতিবেশ ও পরিবেশ সুরক্ষাসহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নত দেশসমূহ হতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে এখনও রয়েছে অনেকখানি ব্যবধান। এ প্রত্যাশা পূরণ করতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এম.পি)

সচিব
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
ঢাকা

২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
০৫ জুন ২০১৫

বাণী

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মান উন্নয়নে সার্বিক জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) প্রতি বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করে থাকে। এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো-'Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care' অর্থাৎ 'শত কোটি জনের অপার স্বপ্ন, একটি বিশ্ব, করি না নিঃস্ব'। প্রতিবারের মতো এ বছরেও বাংলাদেশে এ দিবসটি যথাযথ গুরুত্বের সাথে পালন করা হচ্ছে।

এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের নির্ধারিত প্রতিপাদ্যের মূল তাৎপর্য হলো- সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমিত ভোগের মাধ্যমে সাতশ কোটি মানুষের অপার স্বপ্নের আবাস গড়ে তোলা। প্রাকৃতিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার ওপর মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, টেকসই পরিবেশ ও প্রতিবেশ এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাফল্য নির্ভর করে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশ কোটির অধিক। এ বিশাল জনসংখ্যার অপরিমিত চাহিদা পূরণে প্রাকৃতিক সম্পদের সরবরাহ সক্ষমতার অধিক সম্পদ আহরণ ও ভোগ করা হচ্ছে। ফলে, প্রকৃতির উপর চাপ বাড়ছে, জীববৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত এর বহু উপাদান হারাচ্ছে। শুধু তাই নয়, জীবাশ্ম জ্বালানীর অধিক ব্যবহারে বাড়ছে গ্রীন হাউজ গ্যাস, উষ্ণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডল এবং ঘটছে জলবায়ুর পরিবর্তন। যা মারাত্মক হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে আমাদের নিরাপদ অস্তিত্বকে।

বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ও টেকসই পরিবেশের নিশ্চয়তায় সম্পদের সুষ্ঠু ও পরিমিত ব্যবহার ও উৎপাদন আবশ্যক। তাই, দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণরোধের লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রকৃতি থেকে সম্পদ আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণে উপযুক্ত প্রযুক্তি ও অবকাঠামো না থাকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পদের অপচয় হয়। সম্পদের অপচয় কমিয়ে পরিবেশ দূষণ হ্রাস এবং সংরক্ষণের জন্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার (Sustainable Consumption) নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সকলের সচেতনতা ও সম্মিলিত প্রয়াস।

আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০১৫ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ)
ভারপ্রাপ্ত সচিব

পরিবেশ দিবসের শপথ আজ
পরিবেশ রক্ষায় করবো কাজ

বাঁচলে নদী-জলাভূমি
তবেই বাঁচবো তুমি-আমি

তুমি আমি মিলেই দেশ
আমরাই বাঁচাবো পরিবেশ

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন চাই
পরিবেশ রক্ষায় বিকল্প নাই